245 - হাদসি অস্বীকারকারী পতিার সাথে সদাচরণ

প্রশ্ন

আমি একটি অধার্মকি পরবিারে বাস করছি। পরবিার আমাকে নপিীড়ন কর,ে আমার সাথে বদ্রিূপ কর।ে আলহামদু লল্লিাহ্; আমি সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরে আছি। আমার পতিা বশ্বিাস করনে: 'যে হাদসিগুলো কুরআনে উদ্ধৃত হয়ছেে এমন বষিয়গুলোকে ব্যাখ্যা কর,ে যমেন নামায; সে হাদসিগুলো অনুসরণ করা আবশ্যক। আর যে হাদসিগুলো এমন কোন বষিয় উল্লখে করে যা কুরআনে নইে, যমেন- বগোনা নারীর সাথে মুসাফাহা করা; সগেুলো অনুসরণ করা আবশ্যক নয়।' তাঁর আরও কছিু বশ্বিাস আছ।ে আমি জানি য,ে পতিামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজবি। আমার জন্যে কি আমার পতিার পছিনে নামায আদায় করা জায়যে হব?ে যদি উত্তর না-সূচক হয় তাহলে আমার জন্যে কি এটা জায়যে হবে য,ে আমি তাঁর সাথে নামায পড়ার ভান করব; যাতে করে আমি তাঁর ক্রোধরে কারণ না হই এবং পরবর্তীতে আমি পুনরায় নামায পড়ে নবি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

প্রশ্নকারী ভাই যে অবস্থায় আছনে আসলইে সটো এক কঠনি পরস্থিতি। একজন মুমনিরে জন্য এমন পতিার সাথে বসবাস করা সহজ নয় যার মাঝে সঠকি মানহাজ থকে,ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতরে পদ্ধতি থকেে বচ্যিুতি ও স্খলন রয়ছে।ে কন্িতু একজন মুসলমি সওয়াবপ্রাপ্তরি প্রত্যাশা করবনে। এমন পতিার ব্যাপারে ধর্যৈ ধারণ করা, কোমলভাবে তাঁকে নসহিত করার মাধ্যমে নকেী পাওয়ার আশা করবনে। পতিার উপর ছলেরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় না কংিবা বাবার সম্মানহানি ঘটে না এমন উপযুক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করে সঠকি বষিয়টি জানানোর মাধ্যমে সওয়াব অর্জনরে আশা করবনে; যে পন্থায় বাবা অনুভব করবে য,ে এটি পতিৃত্বরে স্বীকৃতদিানকারী, পতিার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনকারী, সহানুভূতশিীল সন্তানরে উপদশে। ঠকি যমেনটি ইব্রাহমি আলাইহসি সালাম কর্তৃক তাঁর পতিাকে দাওয়াত দানকালে ঘটছেলি। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর স্মরণ করুন এ কতিাবে ইব্রাহীমকে; তনিি তো ছলিনে সদ্দিীক (সত্যনষ্ঠি) ও নবী। যখন তনিি তার পতিাকে বললনে: আব্ব,ু আপনি এমন জনিসিরে উপাসনা করনে কনে, যে জনিসি শুনে না, দখেে না এবং আপনার কোন উপকারই করে না? আব্ব!ু নশ্চিয় আমার কাছে এমন ইল্ম এসছেে যা আপনার কাছে আসনে।ি কাজইে আমার অনুসরণ করুন; আমি আপনাকে সঠকি পথ দখোব। আব্ব!ু শয়তানরে উপাসনা করবনে না। নশ্চিয় শয়তান 'আর্‌রহমান'-এর চরম অবাধ্য। আব্ব!ু নশ্চিয় আমি আশংকা করছি য,ে আপনাকে আর-রহমানরে পক্ষ থকেে শাস্তি স্পর্শ করব,ে তখন আপনি শয়তানরে সঙ্গি হয়ে পড়বনে। (পতিা বলল) হে ইব্রাহমি! তুমি কি আমার উপাস্যদরে থকেে বমিুখ? যদি তুমি নবিৃত্ত না হও তবে অবশ্যই আমি প্রস্তরাঘাতে

তোমার প্রাণ নাশ করব; আর তুমি চিরতরে আমাকে ত্যাগ করে চলে যাও।"[সূরা মারয়িাম, আয়াত: ৪১-৪৭]

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম পিতাকে ডাকার সবচেয়ে কোমল শব্দটি ব্যবহার করে বলছেন: يَا أَبَتِ (আব্বু)। তিনি বলেননি যে, আমি আলেম; আপনি জাহেল। বরং তিনি বলছেন: "নিশ্চয় আমার কাছে এমন ইল্ম এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি"। পিতার প্রতি তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন এবং তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বলছেন: "আব্বু! নিশ্চয় আমি আশংকা করছি যে, আপনাকে আর-রহমানের পক্ষ থেকে শাস্তি স্পর্শ করবে"। যখন তাঁর পিতা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার হুমকি দিল তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আর কথা না বাড়িয়ে সর্বাত্মক শিষ্টাচার বজায় রেখে বললেন: আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং বললেন যে, তার জন্য তিনি ক্ষমা চাইবেন।

পিতাদের প্রতি নিকেকার সন্তানদের দাওয়াত এমনই হওয়া উচিত।

জেনে রাখুন, হাদিস অস্বীকার করা কিংবা কিছু হাদিস অস্বীকার করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। এ বিষয়ে বিস্তারিত অন্য কোন স্থানে আমরা আলোচনা করব; ইনশা আল্লাহ। এখানে আমরা সংক্ষেপে বলতে চাই: আপনার পিতার বিদাতটি যদি তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়ার পর্যায়ে হয়; যেমন তিনি চূড়ান্তভাবে হাদিসকে অস্বীকার করেন, তার সামনে প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে; কিন্তু তিনি হক্বকে অস্বীকার করছেন; তাহলে তার কুফরীর কারণে তার পিছনে আপনার নামায পড়া জায়েয হবে না। আর যদি আপনার পিতার বিদাত কুফুরীর পর্যায়ে না হয়; যেমন অবহেলা ও কসুরবশতঃ হাদিসে যে আমলের কথা এসেছে সেটা না মানেন; সেক্ষেত্রে তার পিছনে নামায পড়া আপনার জন্য জায়েয হবে এবং আপনার নামায সহিহ হবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সংযোজনী: এ প্রশ্নের ব্যাপারে শাইখ উছাইমীন (রহঃ) থেকে নিম্নোক্ত জবাব এসেছে:

হাদিস অস্বীকার করা হতে পারে অপব্যাখ্যামূলক কিংবা অবিশ্বাসমূলক। অবিশ্বাসমূলক এভাবে যে, সে ব্যক্তি বলে: আমি জানি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন। কিন্তু আমি সেটাকে অস্বীকার করি ও মানি না। যদি এ ধরণের অস্বীকার হয় তাহলে সে ব্যক্তি কাফের মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী); এমন ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে না।

আর যদি তার অস্বীকার করাটা অপব্যাখ্যা নির্ভর হয়; তাহলে দেখতে হবে: যদি (আরবী) ভাষার আলোকে এমন ব্যাখ্যা করার অবকাশ থাকে এবং সে ব্যক্তি শরিয়তের উৎসসমূহ ও মূলভিত্তিগুলোর জ্ঞান রাখেন তাহলে তাকে কাফের গণ্য করা যাবে না; বরং তার অভিমতটি বিদাত হলে তাকে বিদাতীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। তার পিছনে নামায পড়া যাবে; যদি না তার পিছনে নামায না পড়ার মধ্যে কোন কল্যাণের দিক থাকে; যেমন সে ব্যক্তি পিছু হটে এসে বিষয়টি নিয়ে পুনরায় চিন্তা করা; সেক্ষেত্রে তার পিছনে নামায না পড়া।

আপনার পতিার অবস্থা হচ্ছে তনিি হাদসিরে কছিু অংশকে স্বীকার করনে; যে অংশটি কুরআনরে সাথে সঙ্গতপিূর্ণ ও কুরআনরে ব্যাখ্যামূলক। অন্যদকিে তনিি হাদসিরে অপর একটি অংশকে অস্বীকার করনে যাতে রয়ছেে কুরআনরে অতরিক্তি কছিু। এ ধরণরে বদিাত মারাত্মক বদিাত হসিবেে গণ্য; শরয়িতপ্রণেতা যে বদিাতরে ব্যাপারে শাস্তরি হুমকি দয়িছেনে। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছে: "আমি তোমাদরে কাউকে তার গদরি উপর উপবষ্টি পাব না..."।

এটি একটি জঘন্য বদিাত; এমন বদিাতকারীর ব্যাপারে আশংকা হয়।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।